‘উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের ধারণাপত্র

অফুরন্ত বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রয়াস। বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে তা এ যাবত অর্জিত সাফল্যের বহুগুণ। বর্তমানে দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫% এর উপরে। প্রবৃদ্ধির এই হার সহজেই দুই অংকে উন্নীত করার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য । দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্রোতধারায় জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিক্ষিত বেকার তরুণ সমাজ। উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে যুব প্রজন্মকে অর্থনৈতিক ধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বিকাশ ও প্রসারের মাধ্যমে তা অর্থনীতিতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। উল্লেখ্য, উদ্যোক্তা হওয়ার মতো মেধা, উৎকর্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকি নেয়ার অদম্য সাহস আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, আর্থিক সক্ষমতা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, ফলে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরির বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের প্রথম বোর্ড সভায় নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য Training & Mentoring এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কার্যকর সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন । উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) হতে “উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে । প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন । প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ এর অন্যতম উদ্যোগ ‘বিনিয়োগ বিকাশ’ এবং নির্বাচনি ইশতেহার “তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি”- এর চেতনার প্রতিফলন।

<u>বর্ণিত প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের কার্যক্রম:</u>

১। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরবরাহ ও সংযোগ শিল্পে (Supplier and Linkage Industry) এবং দেশি ও বিদেশি উন্নত প্রযুক্তির ভারি শিল্পে (Heavy Industry) সরবরাহের জন্য প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী শিল্প পণ্য (Primary and Intermediate goods) উৎপাদন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দেশের অগ্রাধিকার খাত সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করে উদ্যোক্তা সৃজন ও দক্ষতা উন্নয়ন করা হবে।

২। প্রতি জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষন প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি জেলায় ১জন করে প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ (TOT) কার্যক্রম চলমান।

৪। উদ্যোক্তা প্রশিক্ষনের জন্য প্রণীত মডিউলের বিষয়বস্তুর উপর পারদর্শী ও প্রায়োগিক জ্ঞানসম্পন্ন রিসোর্স পার্সনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে । পাঠদানে নিয়োজিত এ রিসোর্স পার্সন নির্বাচিত সেবা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত।

৫। প্রশিক্ষকগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলায় যোগদান করে প্রকল্প দলিলে অনুমোদিত নির্ণায়ক ও বাছাই প্রক্রিয়া অনুযায়ী উদ্যোক্তা নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। এ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে ২৪০০০ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কোন জেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা সম্ভব না হলে অন্য জেলা থেকে উদ্যোক্তা নির্বাচন করে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হবে।

৬। প্রতি মাসে ২৫জন করে নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের ১ মাসের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে । এ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ১৫ মাস ব্যাপী পরিচালনা করা হবে।

৭। স্থানীয় ব্যবসায়ী চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং সফল ব্যবসায়িগণকে নতুন উদ্যোক্তাদের **মেন্টর** হিসাবে নিয়োজিত করা হবে। উদ্যোক্তার আগ্রহ এবং খাতভিত্তিক পারদর্শিতা পর্যালোচনা করে ব্যবসার বাস্তব জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের মেন্টরের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হবে । ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলার সম্ভাবনাময় শিল্পখাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

৮। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন উদ্যোক্তাগণ একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Investment model) প্রণয়ন করবেন এবং এ পরিকল্পনাটি তারা মেন্টরদের পরামর্শ নিয়ে চূড়ান্ত করবেন ।

৯। উদ্যোক্তাদের সার্বক্ষণিক (২৪×৭) বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য ১ টি অনলাইন প্লাটফর্ম (Online Platform) তৈরী করা হচ্ছে। এ প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তথ্য প্রদানের জন্য ২ জন ফ্যাসিলিটেটর নিয়োজিত রয়েছে।

১০। সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের সহজে ও বিনামূল্যে তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদানের জন্য ডিজিটাল কন্টেন্ট (Digital Content) তৈরীর বিষয়টি চলমান।

১১। নবীন উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি করে উদ্যোক্তা সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে ।

১২। মূলধন/আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)'র সহায়তায় গ্রহণ করা হবে ।

১৩। বেসরকারি বিনিয়োগ উদ্যোগে নতুন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ।

১৪। বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তা সংক্রান্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল তথ্য সমন্বয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে।

১৫। বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের বিদেশী বিনিয়োগকারী (Foreign Investor) দের সাথে লিংকেজ তৈরীতে সহায়তা, ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত সকল সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তবে বিডা থেকে সরাসরি কোন আর্থিক সহায়তা করা হবে না।